দৈনিক বাংলা

83

তারিখ ... 17 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

এইচএসসি'তে অভিন্ন প্রশ্নপত্র

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় সকল শিক্ষা বোর্ডের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সরকারী সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকবে বলে সোমবার এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে।

সকল শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কয়েকমাস আগেই। দুঃখের বিষয় এই সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকাসহ বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে কতিপয় পরীক্ষার্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে অথচ এ ধরনের বিক্ষোভের কোন অবকাশ নেই। অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে বোর্ড এমন কিছুই করবে না যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনরকম ক্ষতি হয় বরং এই ব্যবস্থায় তারা আগের চাইতেও বেশী সুবিধা লাভ করবে।

অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি মোচন হবে। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য একাধিক। একটি হল ঃ দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সমতাবিধান এবং পরবর্তীকালে এই পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সঠিক মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এতদিন ধরে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করার ফলে ফলাফলের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা সম্ভব হত না বলে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে এই অসমতার যে অবসান হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে তা ফাঁস হওয়ার আশংকা এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের অন্যান্য অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। এতে করে মেধার অবমূল্যায়নের অবকাশও থাকবে না। ফলে তারা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা ভোগ করবে।

এ সম্পর্কে সোমবার পরিবেশিত তথ্য বিবরণীতে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে পাঠ্যসূচীর বাইরে থেকে কিংবা পরীক্ষার্থীদের স্ব স্ব বোর্ডের প্রশ্নপত্রের গতানুগতিক ধারার বাইরে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে কোন প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ধরনের ধারণা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। ফলে পরীক্ষার্থীদের কোন প্রতিকূল প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে না।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে পাঁচটি বোর্ডের ১৯৯৬ সালের কিংবা পরবর্তীকালের এইচএসসি পরীক্ষাগুলোর ফলাফলে সমতা বিধানসহ পরীক্ষার্থীদের অন্যান্য অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যেই অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা তাদের কল্যাণ সাধনে অবদান রাখবে এবং এতে তাদের কোনরকম অসুবিধা মোকাবিলা করতে হবে না।

আমরা মনে করি যে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্তি দূর হবে। তারা এই ব্যবস্থাকে তাদের জন্য কল্যাণকর বলেই গ্রহণ করবে এবং এ নিয়ে অহেতুক বাদ প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইত্যাদি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয়ে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।